দর্শনা থানার ওসি বদলি

দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর হঠাৎ বদলি আদেশ হয়েছে।

গতকাল বিকাল ৪টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার এর মাধ্যমে এ বদলি আদেশ পঠানো হয়েছে। তবে কোন থানায় তাকে বদলি করা হয়েছে তা জানা যায়নি। একটি সুত্র বলছেন, আপাতত তাকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে নেওয়া হতে পারে।

তিনি গত ০৬/১০/২০২৪ তারিখ দর্শনা থানায় যোগদান করেন এরপর গতকাল বুধবার বদলি আদেশ পেলেন। কি কারণে তাকে হঠাৎ বদলি করা হলো তা জানা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, এখানে ১৩ মাস হয়ে গেছে। তাছাড়া এটা আমাদের রুটিন মাফিক নিয়ম অনুযায়ী বদলি হয়েছে। চাকুরীর নিয়মই এমন। আপাতত তাকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে যেতে হবে। পরবর্তীতে জানা যাবে কোথায় যেতে হবে।

আলমডাঙ্গা এপিএল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে থানা পুলিশ টিমের জয়

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিটীম মাঠে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ এবং এপিএল আলমডাঙ্গা ফ্রাঞ্চাইজি মুখোমুখি হয়। প্রথমে ব্যাট করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ৫ উইকেটে ১৪১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে এপিএল আলমডাঙ্গা ৯ উইকেট হারিয়ে ১২১ রান করতে সক্ষম হয়।

খেলায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ বিজয়ী হিসেবে উঠে আসে। আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, “শরীর ও

মনকে সুস্থ ও সবল রাখতে খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। এই খেলার মাধ্যমে আমরা আলমডাঙ্গাবাসীকে দেখাতে চাই, যদি আমাদের যুবকদের খেলাধুলার দিকে নিয়ে আসা যায়, তারা সুস্থ দেহ ও মন পাবে এবং মাদক থেকে দূরে থাকবে।”

তিনি আরও জানান, “দীর্ঘদিন ধরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অক্লান্ত পরিশ্রম করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করে চলেছে। সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক একঘেয়েমি দূর করার জন্য প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মতো আয়োজন করা হয়। সামনে পূজা এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে অফিসার ফোর্সের মনোবল চাঙ্গা রাখতে এ ধরনের বিবিধ আয়োজন চলমান থাকবে।” এ দিনের খেলা শুধু ক্রিকেটের মজা দেয়নি, পাশাপাশি পুলিশের সামাজিক ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করেছে এবং যুবকদের খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ ও নৈতিক জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

ঝিনাইদহে সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, মামলা নিতে অস্বীকৃতি

ঝিনাইদহে দৈনিক রুপালি বাংলাদেশ পত্রিকার সাংবাদিক বাহারুল ইসলামের ওপর সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলায় সাংবাদিক আহত হলেও থানায় মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সদর থানার ওসি। এতে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সাংবাদিক মহল।

সাংবাদিক বাহারুল ইসলাম জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় নিজ বাসা থেকে ঝিনাইদহ শহরের উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেলে করে রওনা করি।

পথিমধ্যে গোয়ালপাড়া বাজারের কাঁচামাল বিক্রির আড়তের সামনে এসে পৌঁছালে স্থানীয় বিএনপি নেতা খেলাফতের ভাগ্নে রবিউল মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। সে সময় চারিপাশ থেকে আরো ১০ থেকে ১৫ জন ব্যক্তি এসে ঘিরে ধরে। তখন রবিউল আমার জামার কলার ধরে টান দিলে আমি গাড়ি থেকে রাস্তার উপর পড়ে যায়। সে সময় তারা সবাই আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গলা চেপে ধরে বেধড়ক মারপিট করতে থাকে। পরে

স্থানীয়রা ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায়। পরে সে স্থানীদের সহায়তায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়।

আহত সাংবাদিক ওই রাতেই অভিযোগ নিয়ে থানায় গেলে ওসি প্রথমে কালক্ষেপণ করেন, পরে সরাসরি মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এবং এক অফিসার কে এ বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি নেওয়ার নির্দেশ দেন।

এ ঘটনায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার এবং মামলা না নেওয়ায় পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানান।

দর্শনা থানার আয়োজনে ওপেন হাউজ ডে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দর্শনা থানার আয়োজনে ওপেন হাউজ ডে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা শাহারিয়ার মুক্ত মঞ্চের সামনে এ ওপেন হাউজ ডে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর জানান, মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে পুলিশকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

এসময় এলাকাবসীর পক্ষে সাজ্জাদ হোসেন বলেন, দর্শনা এলাকায় দ্রুতগামী মোটর-সাইকেল শব্দ করে চালানো, গভীর রাতে বিকট শব্দ করে সাউন্ড বক্স বাজানো বন্ধ করা, মাদক চোরাচালান বিষয়ে পুলিশ প্রতি নজর দেওয়ার দাবী করেন।

এছাড়া দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর জনতার উদ্যেশে বলেন, আমাদের দর্শনা থানার পুলিশের দায়িত্ব পালনে কোনো ত্রুটি থাকলে আমার কাছে নিরদিধায় জানাবেন। আমরা সেগুলোকে আমলে নিয়ে আমাদের দায়িত্ব পালনে অবিচল থাকবো। ইতোপূর্বে দর্শনা থানাধীন হিজলগাড়ী ও গড়ায়টুপি এলাকায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে ওপেন হাউজ ডে মতবিনিময় সভা করেছি। এ ওপেন হাউজ ডে মতবিনিময় সভা অব্যহত থাকবে। দর্শনা থানার প্রতিটি এলাকায় এ মতবিনিময় সভা করে যাবেন

বলে জানান।

দামুড়হুদায় বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে জখম, থানায় মামলা

দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামে রাতের আঁধারে বিএনপি কর্মী সাজিদুল ইসলাম নামের একজনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে একদল সন্ত্রাসী। আহত সাজেদুল ইসলাম (৪৫) তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে।

গত মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে কাঠালতলা নিউ শেখ ইটভাটার অফিসে এ ঘটনা ঘটে। আহত সাজিদুল ইসলামের ভাতিজা তুতা মিয়া বাদি হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে সাজিদুল ইসলাম বাড়ি যাওয়ার সময় ইট ভাটার নিকট পৌয়াছালে পূর্বে থেকে ওত পেতে থাকা একই গ্রামের রশিদুল ইসলাম (৩৫), আনিছুর রহমান (৩০), আশিক (২৫) সহ অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন মিলে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া ও লাঠি বাঠাম দিয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপাতে ও মারতে থাকে। এ সময় সাজিদুল ইসলাম রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার কাছে থাকা ২২ হাজার ২ শত টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তার ডাক চিৎকারে স্থানীয় এলাকাবাসী এসে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলাকারীরা একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন জামায়াতে ইসলামীর নাম ব্যবহার করে এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা বলেন, এসব সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

এদিকে ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে, সেখানে সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায় হামলাকারী দলের মহিলা সদস্যরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান না নিলে এমন হামলা আরো বাড়বে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন মারামারির ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে চোরাপন্যসহ আটক-৫

দর্শনা পৌরসভায় ১১২ টি সোলার লাইট ল্যাম্পপোস্ট লাগানো হয়েছে।এ সব ল্যামপোষ্ট ৬ মাসের ভিতরে সবই চোরেরা চুরি করে নিয়ে যায়।

এ চুরির ঘটনায় দর্শনা পৌরসভার পৌর সহায়ক হারুন অর রশিদ হারুন দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ করে।অভিযোগের পেক্ষিতে মাঠে নামে প্রশাসন।

গতকাল দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে এলইডি ল্যাম্পসহ চার্জার সোলার লাইট ও ১০ টি ব্যাটারিসহ কিশোরসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায়,গত বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান দর্শনা শামসুল ইসলাম সড়কের ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঠে।এ সময় দর্শনা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় দর্শনা চেকপোষ্ট সড়কের উপর।

এ সময় পুলিশ সোলার লাইটের ল্যামপোষ্টের পিলালের উপর উঠে এলইডি লাইট খুলছে।পুলিশ সে সময় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঝপাড়ার হাবিবুর রহমানের ছেলে হাসিবুল রহমান (১৯) ও একই গ্রামের আখতারুল ইসলামের ছেলে শিপন মিয়াকে (২৫(হাতে নাতে গ্রেফতার

করে।পরে তাদের দুজনের স্বীকারক্তিতে আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করে গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা পৌরসভার মোবারক পাড়ার মৃত্য সেলিমের ছেলে হামিদুল ইসলাম (২৮) ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে আকাশ (১৭) ও একই গ্রামের আমিরুলের ছেলে শিহাব (১৭)কে গ্রেফতার করে।পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে তাদের বাড়ি থেকে ও চার্জার মোটরসাইকেল থেকে বিভিন্ন চোরাইকৃত মালামাল উদ্ধার করে।

গতকালই ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।এ বিষয়ে দর্শনা পৌরসভার পৌর প্রশাসক এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান বলেন,আমরা পৌরসভার সব রাস্তাগুলো সোলার ল্যামপোষ্ট দিয়েছি তবে চোরেরা আস্তে আস্তে সব সোলার ল্যামপোষ্ট গুলো চুরি হয়ে যাচ্ছে।আমি শুনার পর আমার এক কর্মকর্তা দিয়ে অভিযোগ করি।অভিযোগের ভিত্তিতে দর্শনা থানা পুলিশ চোরাইকৃত মালামালসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

রেস্ট হাউসে ধরাপড়া মহেশপুর থানার সেই ওসি প্রত্যাহার

স্ত্রী পরিচয়ে এক নারীকে নিয়ে যশোর পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) রেস্ট হাউসে অবস্থান, পরে ছাত্রদল নেতাদের হাতে ধরা পড়ার ঘটনায় ঝিনাইদহের মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ।

প্রত্যক্ষ দর্শীদের নিকট থেকে জানা যায়, গত ৩০ জুন সন্ধ্যায় যশোর পাউবোর পুরাতন রেস্ট হাউসের ‘কপোতাক্ষ’ কক্ষে ওঠেন ওসি সাইফুল ইসলাম। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে এক নারীকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন তিনি। খবর পেয়ে জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম হাসান সনি দলবল নিয়ে সেখানে যান। রেস্ট হাউসের দরজায় ধাক্কাধাক্কির এক পর্যায়ে ওসি সাইফুল বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্রদল নেতারা তাকে টেনেহিঁচড়ে আবার কক্ষে নিয়ে যান। এ সময় সেখানে বাকবিতন্ডা,

ধস্তাধস্তি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এর পরপরই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ওসি সাইফুল ইসলামকে তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার করা হয়।

রেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার মিজানুর রহমান জানান, ‘ওসি সাইফুল নিজেই এসে স্ত্রী পরিচয়ে এক নারীকে নিয়ে কক্ষ নেন। পরে কিছু লোক এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেন এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে।

তবে ওসি সাইফুল ইসলাম দাবি করেন, কোনো অনৈতিক কিছু ঘটেনি। তিনি ব্যক্তিগত কাজে যশোরে এসেছিলেন এবং নারী বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে রেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। তার ভাষায়, ‘কিছু ছাত্রনেতা এসে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে চলে যান।’ ঘটনাটি ‘অপপ্রচার’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার চেষ্টা চলছে।

এ ঘটনায় মহেশপুরসহ পুরো জেলাজুড়ে চলছে নানা গুঞ্জন। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্ত করে দায়ী হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইমরান জাকারিয়া বলেন, ‘ঘটনার পরপরই গত রোববার রাতে ওসি সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগর থানাসহ মেহেরপুরের ৫ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন

মেহেরপুর মুজিবনগর থানা, শেখ রাসেলের নামে দুটি মিনি স্টেডিয়াম, মুজিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছহিউদ্দীন টেক্সটাইল ভকেশনাল ইনষ্টিটিউটসহ দেশের ৯৭৭টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করেছে সরকার।

পরিবর্তিত প্রতিষ্ঠানের কয়েকটির নামকরণ করা হয়েছে এবং কিছু প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়নি। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম থাকায় পরিবর্তন করা হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে চোর আটক, থানায় মামলা

ভাড়াটে হিসেবে খুলনা থেকে চুরি করতে এসে ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন এক চোর। সহযোগীরা তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে আহত অবস্থায় আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। রোববার সকালে ঘটনাটি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী আরব হোসেন।

নাইট গার্ড শরিফুল ইসলাম বলেন, “রাত আনুমানিক ৩টার দিকে আজম ভাইদের ভবন থেকে একটি শব্দ শুনতে পাই। পরে আরব ভাইকে ডেকে তুলি। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পুলিশ ছাদে উঠে এক চোরকে দেখতে পায়। পালানোর চেষ্টা করে সে। প্রথমে তিনতলা ভবন থেকে দ্বিতীয় তলায় এবং পরে দ্বিতীয় তলা থেকে মাটিতে লাফ দেয়, এতে সে গুরুতর আহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে ধরে ফেলে, তবে তার সহযোগীরা পালিয়ে যায়।”

আটককৃত চোরের নাম সোহেল আহম্মেদ। তিনি খুলনার সাচি বুনিয়া লবনচোরা গ্রামের দেলবার আহম্মেদের ছেলে। পলাতকরা হলেন একই এলাকার আলামিন হোসেন এবং আব্দুল গফুরের ছেলে (নাম উল্লেখ হয়নি)।

ভুক্তভোগী আরব হোসেন কোটচাঁদপুর থানায় দুইজনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও ২/৩ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেছেন। তার ভাই আরিফুল ইসলাম বলেন, “নাইট গার্ড সজাগ না থাকলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারত। তার সতর্কতার কারণেই আজ আমরা রক্ষা পেয়েছি।”

ধৃত চোর স্বীকার করেছেন, তিনি ভাড়াটে হিসেবে চুরি করতে এসেছিলেন। ধরা পড়ার পর তার সহযোগীরা তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং আহত চোরকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনাটি নিয়ে মামলা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি মই উদ্ধার করা হয়েছে।”

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মেহেরপুর জেলার সদর থানা কর্তৃক পরিচালিত এ অভিযানের অংশ হিসাবে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ০৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতাকৃত হলেন, বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত, মেহেরপুর, সিআর নং-২৮৩/২৫(গাংনী), তারিখ- ২৪ মে, ২০২৫; (মেহেরপুর, গাংনি) ঘটনার সময়- ধারা- ৩ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ মশিউর রহমান, মোঃ আসাদ আলী, স্থায়ী: গ্রাম- পাটকেলপোতা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ, সিআর নং- ১১৪/২৫, তারিখ- ০৪ মে, ২০২৫; (ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ সদর) মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ ফিরোজ (৫০), পিতা-মৃত রমজান আলী, স্থায়ী: গ্রাম- খোকসা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা-মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৩৯, তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩; জি আর নং-৫১৯, তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩; সময়-১৮.৪৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬(১) সারণির ৮(খ)/৩৬(১) সারণির ৮(গ)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ তাইজুল ইসলাম (৫১), মৃত ইছার উদ্দিন শেখ, গ্রাম-

পুরাতন বাসস্ট্যান্ডপাড়া, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা - মেহেরপুর।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ, সিআর নং- ১১৪/২৫, তারিখ- ০৪ মে, ২০২৫; (ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ সদর) মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ সাবিরুল ইসলাম, পিতা-মোঃ নাসির উদ্দিন, স্থায়ী: গ্রাম- কাঁঠালপোতা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা -মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৯, তারিখ- ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২; জি আর নং-৪৫২, তারিখ- ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২; সময়-১৯.৩০ ঘটিকা ধারা- ৩৬ (১) সারণির ৮(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মো: শরিফুল ইসলাম (২৫), মো: লিয়াকত আলী, স্থায়ী: গ্রাম- গোভীপুর (গোরস্থানপাড়া), উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৭/৬০, তারিখ- ১০ মার্চ, ২০২১; সময়- ১৮.৪৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬ (১) সারণির ৮(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ শওকত ওসমান (৩০), মোঃ ফিরোজ ফকির, সাং-পৌর কলেজপাড়া মাঠপাড়া ৪ নং ওয়ার্ড মেহেরপুর পৌরসভা উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

গ্রেফতাকৃতদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান আছে।